রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ৪০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৭, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯৩—৫৯৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৯১—১৩৪৫
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৭৩—২৮৩
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৯৯—১৩১৮
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৭ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২২ আগস্ট ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৫.২০(বি.মা)-৩০৮—যেহেতু জনাব পারভেজুর রহমান (পরিচিতি নং-১৬৯৫১), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা বর্তমানে উপপরিচালক, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা গত ২৫-০৪-২০১৯ তারিখ হতে ২২-০৭-২০২০ তারিখ পর্যন্ত সাভার উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের কারণে সাভার উপজেলা পরিষদের অনুকূলে সরকারি বরাদ্দ হতে মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২ এর ১০(৪) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তরে কর্মরত আইটি টেকনিশিয়ান জনাব মোঃ আব্দুর রশিদের নামে ২০(বিশ) মেট্রিক টন চাল ও ২ (দুই) লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহপূর্বক তহবিল গঠন করে বিতরণ করা এবং দি ল্যাব এইড প্রাইভেট হসপিটালে ১১-০৪-২০২০ তারিখে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২(দুই) লক্ষ টাকা বিনা রশিদে জরিমানা বাবদ গ্রহণ করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৯-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮৪.২৭.০০৫.২০(বি.মা)-২৭৮ নং স্মারকে কারণ দর্শানো হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে ১৭-০৯-২০২০ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল-পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ২৫-১১-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানি

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

অন্তে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২২-০৩-২০২১ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের বক্তব্য আরও অধিক পর্যালোচনাপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বিভাগীয় মামলাটি পুনঃতদন্তে প্রেরণ করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৮-০৭-২০২১ তারিখ পুনঃতদন্তে প্রতিবেদন দাখিল করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন ২য় ও ৩য় অভিযোগের সত্যতা নেই এবং ১ম অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্ত প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ, সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও নথিপত্র বিশ্লেষণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনুকূলে উপবরাদ্দ প্রদান না করে আইটি টেকনিশিয়ানের নামে ২০(বিশ) মেট্রিক টন চাল ও ২(দুই) লক্ষ টাকা উপবরাদ্দ প্রদান করা মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২ এর ১০(৪) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হলেও করোনাকালীন লকডাউনের প্রথমদিকে সাভার উপজেলার ভোটার নয় এমন ভাসমান লোকদের ত্রাণ বিতরণের বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যানরা মাস্টাররোল তৈরি দুরূহ হওয়ার কারণে সাড়া না দেয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে দুঃস্থ ভাসমান লোকদের ত্রাণ বিতরণের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের আইটি টেকনিশিয়ানের নামে ২০(বিশ) মেট্রিক টন চাল ও ২(দুই) লক্ষ টাকা উপবরাদ্দ প্রদান করা হয় যা যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়েছে এবং মাস্টাররোল সংরক্ষণ করা হয়েছে মর্মে সাক্ষীগণের সাক্ষ্য হতে প্রতীয়মান হয়; এবং

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা লকডাউনের প্রাথমিক পর্যায়ে দুঃস্থ ও ভাসমান লোকদের দ্বারা উপজেলা পরিষদ ঘেরাওসহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ তাদেরকে ত্রাণ বিতরণে অনীহা প্রকাশ করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইটি টেকনিশিয়ানের অনুকূলে ২০(বিশ) মেট্রিক টন চাল ও ২(দুই) লক্ষ টাকা উপবরাদ্দ প্রদান করে জনগণের মধ্যে তা সঠিকভাবে বিতরণ করেন এবং মাস্টাররোল সংরক্ষণ করেন যাতে প্রতীয়মান হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যই তাৎক্ষণিকভাবে এই বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং অর্থ আত্মসাতের কোনো বিষয় এক্ষেত্রে ঘটেনি;

৬। সেহেতু, জনাব পারভেজুর রহমান (পরিচিতি নং-১৬৯৫১), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা বর্তমানে উপপরিচালক, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তাঁর লিখিত জবাবে ক্ষমা প্রার্থনা করায় প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে তাঁকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১৩.২১(বি.মা.)-৩৩২—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন (পরিচিতি নং-১৭৪৪৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালুখালী, রাজবাড়ী বর্তমানে পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিনানুমতিতে কর্মস্থলের বাইরে ২(দুই) দিন অবস্থান করা, তাঁর সহধর্মীনি জনাব কাওসারা চৌধুরী কর্তৃক অন্য একটি উপজেলা থেকে একজন নারীকে সন্দেহবশত আটক করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রাখা, উক্ত ঘটনায় ৯৯৯ নম্বরে কলের জের ধরে থানা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনে তাঁর সহধর্মীনির অনুরোধে সাহায্যে করার কারণে অন্য উপজেলার একজন সরকারি গাড়ী চালককে প্রহার করার দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৬-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১৩.২১ (বি.মা)-২০৭ নং স্মারকে কারণ দর্শানো হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে ২০-০৬-২০২১ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল- পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১৮-০৮-২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা রয়েছে মর্মে জানান অপর পক্ষে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন তিনি তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য সার্কিট হাউজে অবস্থান করেছিলেন এবং সরকারি কর্মকান্ডে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সে কারণে সার্কিট হাউজে অবস্থান করে কর্মকান্ড পরিচালনা করছিলেন, তিনি অন্য কোথাও গমন করেননি। এছাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি), গোয়ালন্দ এর গাড়ি চালককে তিনি মারধর করেননি বা গায়ে হাত তোলেননি, তিনিসহ উপস্থিত অন্যান্যরা তার কর্মকান্ডের জন্য তাকে ধমক দিয়েছেন। তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত; এবং

৪। যেহেতু, নথি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন এর স্ত্রী মোছাঃ কাওসারা চৌধুরী লিখিতভাবে জানান কর্মসূত্রে তিনি ঢাকায় অবস্থান করলেও তার স্বামী মাঠ প্রশাসনে কর্মরত থাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কর্মরত থেকেছেন বিধার তাদের কখনো একসাথে বেশিদিন থাকা হয়নি। তাঁর স্বামী কালুখালী উপজেলায় কর্মরত থাকাকালে তাঁর সাতে একটি ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং তিনি আবেগের বশবর্তী

হয়ে কিছু অসুধু লোকের মিথ্যা প্ররোচনায় দায়িত্বশীল সহধর্মীনির পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন এবং এহেন কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি চরম মর্মাহত এবং সবিনয় ক্ষমাপ্রার্থী। বর্তমানে তিনি অন্তঃসত্তা এবং তিনি মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত একইসাথে তিনি অঙ্গীকার করেন ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব কোনোভাবেই ঘটবেনা; এবং

৫। যেহেতু, নথি পর্যালোচনা, অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্ত্রী এর আবেদন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব ও বক্তব্য পর্যালোচনায় জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ আমলযোগ্য বা শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় মর্মে প্রতীয়মান হয় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য তিনি ও তাঁর স্ত্রী আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন (পরিচিতি নং-১৭৪৪৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালুখালী, রাজবাড়ী বর্তমানে পরবর্তী পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচালী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এবং আনীত অভিযোগসমূহের উপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অগ্রসর হওয়ার মতো পর্যাপ্ত ও প্রমাণযোগ্য ভিত্তি না থাকায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০৪.২০.৯৫৮—যেহেতু, জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা (পরিচিতি নম্বর-১৮২২৯), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত)-এর বিরুদ্ধে বাংলা ট্রিবিউন এর অনলাইন নিউজ পোর্টালসহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মতে জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা গত ১৩-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখ দিবাগত রাতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম এর দুই/তিন জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটসহ ১৫-১৬ জন আনসার সদস্য নিয়ে দরজা ভেঙ্গে জনাব আরিফুল ইসলাম এর বাসায় প্রবেশ করেন; এ সময় আরিফুলের বাসায় আধা বোতন মদ ও দেড়শ গ্রাম গাঁজা পাওয়া গেছে বলে দাবি করেন; জনাব আরিফুল ইসলামকে তুলে নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রামে আনয়নপূর্বক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১(এক) বছরের জেল প্রদান করেন; তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত ভ্রাম্যমাণ আদালত/অভিযান জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমাসহ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক যথেচ্ছভাবে পরিচালিত হওয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহারসহ প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে; অভিযান পরিচালনাকালে এবং পরবর্তী সময়ে জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা, সাংবাদিক জনাব আরিফুল ইসলাম-কে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন; অভিযান পরিচালনাকালে সাংবাদিক জনাব আরিফুল ইসলামকে আটক করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং শাস্তিপ্রদান পরবর্তীকালে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ/অন্য কাউকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেননি বিধায় গৃহীত অভিযান সম্পর্কে ব্যাপক সন্দেহের সৃষ্টি হয়; প্রসিকিউনশনপক্ষ তথা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা গভীর রাতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অভিযান পরিচালনা সম্পন্ন হওয়ার দীর্ঘ প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর আগের তারিখ দিয়ে অভিযোগনামায় প্রসিকিউশন পক্ষের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন; ফলে তার এ ধরনের কার্যক্রম এ অভিযান পরিচালনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং গৃহীত কার্যক্রম আইনসম্মত হয় নি মর্মে প্রতীয়মান হয়; জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা প্রসিকিউশন পক্ষের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও টাস্কফোর্স পরিচালনা করেন এবং পরবর্তীকালে নিয়োগকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জনাব আরিফুল ইসলামকে সাজা প্রদান করেন; এক্ষেত্রে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালিত হয়ে থাকলে নিয়মিত মামলা দায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল; পক্ষান্তরে গভীর রাতে যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যতীত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা বিধিসম্মত হয়নি যার দায়-দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না; সে পরিপ্রেক্ষিতে জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা এর দ্বারা সংঘটিত উপরিউক্ত কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ এর (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক তার নিকট প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা (পরিচিতি নম্বর-১৮২২৯) অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে জবাব দাখিলের জন্য সময় বর্ধিতকরণের আবেদন করলে তার সময় বর্ধিতকরণের আবেদন মঞ্জুর করা হয়; তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন; ঐ পরিপ্রেক্ষিতে ২৯-০৭-২০২০ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৩(তিন) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়; উক্ত তদন্ত বোর্ড তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন; তদন্ত বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত প্রদান করা হয় যে, "উপরোক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ, আইন-কানুন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনায় তদন্ত বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জনাব রিন্টু

বিকাশ চাকমা (পরিচিতি নম্বর-১৮২২৯), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ এর (খ) বিধি মোতাবেক আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে"; তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা-এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে তাকে চাকরি হতে বরখাস্তকরণ বা অন্য যথোপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুযায়ী তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়; দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করেন; এবং

০৩। যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব এবং বিভাগীয় মামলার নথি পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা (পরিচিতি নং-১৮২২৯)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণের' (Dismissal from Service) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং একই বিধিমালার ৭(১০) বিধি ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; সে মোতাবেক জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা এর বিরুদ্ধে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়; বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা (পরিচিতি নং-১৮২২৯)-কে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড প্রদানে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা (পরিচিতি নম্বর-১৮২২৯) এর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ Rules of Business 1996 এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের Rule-7 এবং Schedule-IV এর ক্রমিক ১৫ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিধায় একই Schedule এর ক্রমিক ১৭ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১৩৫(১) অনুযায়ী এ বিভাগীয় মামলায় জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা-কে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়; মহামান্য রাষ্ট্রপতি সার-সংক্ষেপে সদয় হয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা-র চাকরির বয়স, নবীন কর্মকর্তার বিষয় বিবেচনা করে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর ৪(৩) (ঘ) অনুযায়ী প্রস্তাবিত চাকরি হতে বরখাস্তকরণ গুরুদণ্ড এর পরিবর্তে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) অনুসারে ৩(তিন) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো;

০৬। সেহেতু, জনাব রিন্টু বিকাশ চাকমা (পরিচিতি নম্বর-১৮২২৯), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে একই বিধিমালার ৪(২) (খ) বিধি অনুযায়ী তার পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির প্রাপ্যতার তারিখ হতে তৎপরবর্তী ০৩(তিন) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো; ভবিষ্যতে তিনি এর জন্য কোনো বকেয়া বেতন-ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০৮.২১-৯৫৩—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ (পরিচিতি নম্বর-১৮৮৪৬), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে জনাব প্রতিভা আতকিয়া আমিনা (প্রতিভা রানী)-কে ধর্মান্তরিত করে বিবাহ করা, বিবাহিত স্ত্রীকে অবজ্ঞা, অসম্মান করে স্ত্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, ভরণ-পোষণ না দেয়া, গোপনে ডিভোর্স দেয়া এবং আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়া-এ সকল অভিযোগের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা পাওয়া যায়, প্রাপ্ত অভিযোগ ও প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনের মতামতের আলোকে জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ এর দ্বারা সংঘটিত কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এবং একই বিধিমালা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়ন করে তার নিকট প্রেরণ করা হয়; তিনি অভিযোগনামা ও অভিযোগের বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে গত ০৮-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তার দাখিলকৃত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮-০৮-২০২১ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, নথি ও কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ (পরিচিতি নম্বর-১৮৮৪৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তার সাথে জনাব প্রতিভা রানী এর পরিচয় ও সম্পর্ক তৈরি হয়;

জনাব মোহাম্মদ ইউসুফকে বিবাহ করার জন্য জনাব প্রতিভা রানী ধর্মান্তরিত হন এবং জনাব প্রতিভা আতকিয়া আমিনা নাম গ্রহণ করেন; প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে জনাব প্রতিভা আতকিয়া আমিনার ধর্মান্তরিত হয়ে জনাব মোহাম্মদ ইউসুফকে বিবাহ করার অধিকার আইনস্বীকৃত; জনাব প্রতিভা আতকিয়া আমিনা বিবাহের পর জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ এর সাথে সংসার করেছেন এবং জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ এর বাড়িতে বসবাসও করেছেন; তাই তাকে জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ কোনো ভরণ-পোষণ দেননি ও স্ত্রীর মর্যাদা দেননি, এ অভিযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়; শুনানিতে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের পর তাদের দু'জনের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের টানা-পোড়েন সৃষ্টি হয়, যা ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ায়; দাখিলকৃত কাগজপত্র অনুযায়ী তাদের মধ্যে ডিভোর্স প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে: কারণ দর্শানোর জবাবের সাথে দাখিলকৃত ছবি, ভিডিও এবং জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প এর লিখিতমতে দু'জনের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ এবং জনাব প্রতিভা আতকিয়া আমিনা এর আপোষনামা সম্পাদিত হয়েছে যার মাধ্যমে জনাব প্রতিভা আতকিয়া আমিনাকে প্রাপ্য দেনমোহর প্রদান করা হয়েছে: স্বামী-স্ত্রী একত্রে সংসার করতে না পারলে তাদের মধ্যে ডিভোর্স বিবাহ বিচ্ছেদ একটি স্বীকৃত ও আইনী পদ্ধতি; শুধু ডিভোর্স প্রদানের কারণেই জনাব মোহাম্মদ ইউসুফকে দোষী করা যায় না; অধিকন্তু, সংসারে টানা-পোড়েন সৃষ্টি হলে তা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়; যার দায়িত্ব ক্ষেত্রবিশেষ উভয়ের উপর বর্তায়; জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ কারণ দর্শানোর জবাবে জীবন সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন মর্মে উল্লেখ করেছেন; তিনি এ জন্য অনুতপ্ত, দুঃখিত ও লজ্জিত; ভবিষ্যতে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অধিক সতর্ক থাকবেন এবং তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে এরূপ কোনো লজ্জাজনক অভিযোগ উপস্থাপিত হবেনা মর্মে অঙ্গীকার করেছেন; এবং

০৪। যেহেতু, অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের শুনানি এবং কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব পর্যালোচনাক্রমে জনাব প্রতিভা আতকিয়া আমিনা এবং জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ এর মধ্যে ডিভোর্স সম্পাদিত হওয়ায় ও পারিবারিক আপোষনামার মাধ্যমে জনাব প্রতিভা আতকিয়া আমিনাকে তার প্রাপ্য দেনমোহর পরিশোধ করায়; জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ ভবিষ্যতে এরূপ আচরণ হতে বিরত থাকবেন এ শর্তে এবং তিনি নবীন কর্মকর্তা হওয়ায় তার প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষণ করা হলো;

০৫। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ (পরিচিতি নম্বর-১৮৮৪৬), সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত অসদাচরণের অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও এমআরএ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ ভাদ্র ১৪২৮/১২ সেপ্টেম্বর ২০২১

নং ৫৩.০০.০০০০.৪১২.১১.০০১.২১-১১১—মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ৬ ধারা অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব এর স্থলে এ বিভাগের বর্তমান সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ-কে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর পরিচালনা পর্ষদে সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ এনামুল হক
উপসচিব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪২৮/০১ সেপ্টেম্বর ২০২১

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৭-৩২৭—Bangladesh Bank Order, 1972 এর Article 9(3) (d) এর বিধান অনুযায়ী শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১১.১৭-৩২৮—দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর সংঘ-স্মারক (Memorandum of Association) এর অনুচ্ছেদ ২৫ মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সফিউল আলম
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-১২৩/৮৭-১২৭**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব তাজুল ইসলাম, পিতা-মবশ্বির আলী,

মাতা-জয়নবুন নেছা, গ্রাম-চাঁনপুর, ডাকঘর-বেতগঞ্জ বাজার-৩০০০, উপজেলা-সুনামগঞ্জ সদর, জেলা-সুনামগঞ্জ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ০৭ নং কুরবাননগর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং **বিচার-৭/২-এন-৪৩/২০০৪-১২৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব জাহাঙ্গীর আলম, পিতা-মুজিবর সর্দার, মাতা-সখিনা বেগম, গ্রাম-কচুয়া, ওয়ার্ড-০২, ডাকঘর-কচুয়া, উপজেলা-যশোর সদর, জেলা-যশোর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যশোর জেলার সদর উপজেলার ১৩ নং কচুয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-৫১/৮৫-১৩০**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব অলি আহমদ, পিতা-মোঃ শাহাব মিয়া, মাতা-নুরুজ্জাহান বেগম, গ্রাম-কায়দাবাদ, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর-শাপলাপুর, উপজেলা-মহেশখালী, জেলা-কক্সবাজার।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার ০৪নং শাপলাপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ারুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পার-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৯.০০.০০০০.১১১.০৬.০০২.২১-২১৪—দি বাংলাদেশ ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ মোতাবেক নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন পুনর্গঠন করা হ'ল:

সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি

ক্র: নং	প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১.	জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি.	চেয়ারম্যান
০২.	হাকীম নূর মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী ৬৩, ঘোষনগর, পোঃ কালাকচুয়া থানা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা	সদস্য (চিকিৎসক প্রতিনিধি)
০৩.	কবিরাজ এস. এম. আবুল কালাম গ্রাম + ডাক: কধুরখীল উপজেলা-বোয়ালখালী, জেলা-চট্টগ্রাম	সদস্য (চিকিৎসক প্রতিনিধি)
০৪.	হাকীম মোঃ নূরুল হক প্রভাষক (ইউনানী মেডিসিন বিভাগ) সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল শাহজালাল উপশহর, সিলেট	সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)

ক্র: নং	প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা	পদবি
০৫.	কবিরাজ শ্যামল প্রসাদ সেনগুপ্ত সহকারী অধ্যাপক, টিএমএসএস ফিরোজা বেগম আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল, বগুড়া	সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)

নির্বাচিত ইউনানী চিকিৎসক প্রতিনিধি

০৬.	হাকীম এম.এম. কামরুজ্জামান কোশাদিয়া, পোঃ-বরমী বাজার থানা-শ্রীপুর, গাজীপুর	সদস্য (ঢাকা বিভাগ)
০৭.	হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন গ্রাম-দক্ষিণ মাগুরী, পোঃ দত্তপাড়া জেলা-লক্ষ্মীপুর	সদস্য (চট্টগ্রাম বিভাগ)
০৮.	হাকীম আ.খ. মাহবুবুর রহমান গ্রাম-মির্জাপুর, পোঃ কাঁচের কোল থানা-শৈলকুপা, জেলা-ঝিনাইদহ	সদস্য (খুলনা বিভাগ)
০৯.	হাকীম মোঃ ইজাজুল হক গ্রাম-সৈয়দ দাসগাড়া, পোঃ বুড়িগঞ্জ থানা-শিবগঞ্জ, জেলা-বগুড়া	সদস্য (রাজশাহী বিভাগ)
১০.	হাকীম মোঃ মনোয়ার হোসেন গ্রাম-নোয়ারাই, পোঃ সংপুর থানা-বিশ্বনাথ, জেলা-সিলেট	সদস্য (সিলেট বিভাগ)
১১.	হাকীম মোঃ মোকছেদুল আলম গ্রাম-কেল্লাবন্দ, সরদার পাড়া, পোঃ উপশহর, থানা-কতোয়ালী জেলা-রংপুর।	সদস্য (রংপুর বিভাগ)
১২.	হাকীম আতাউর রহমান গ্রাম-সদর রোড, ভোলা টাউন পোঃ + থানা + জেলা-ভোলা	সদস্য (বরিশাল বিভাগ)
১৩.	হাকীম মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ৩৪, চরপাড়া, কোতোয়ালী ময়মনসিংহ	সদস্য (ময়মনসিংহ বিভাগ)

নির্বাচিত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক প্রতিনিধি

১৪.	কবিরাজ সালেহ মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ৪০৮ পূর্ব কাফরুল (মৌলভী পাড়া) ঢাকা ক্যান্টমেন্ট, ঢাকা-১২০৬	সদস্য (ঢাকা বিভাগ)
১৫.	কবিরাজ মোঃ মিজানুর রহমান গ্রাম-শ্রীরামপুর, পোঃ হরিশঙ্করপুর থানা ও জেলা-মাগুরা	সদস্য (খুলনা বিভাগ)
১৬.	কবিরাজ শতদল বড়ুয়া গ্রাম-কাঁঠাল ভাঙ্গার কুল, পূর্ব গুজরা পোঃ রঘুনন্দন চৌধুরীহাট থানা-রাউজান, জেলা-চট্টগ্রাম	সদস্য (চট্টগ্রাম বিভাগ)
১৭.	কবিরাজ মোহাঃ গোলাম মুর্শেদ গ্রাম-বাবুপুর, পোঃ রানী হাটী থানা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদস্য (রাজশাহী বিভাগ)
১৮.	কবিরাজ রঞ্জন কুমার দেব গ্রাম-ডোকরোপাড়া, থানা-পঞ্চগড় সদর, জেলা-পঞ্চগড়	সদস্য (রংপুর বিভাগ)
১৯.	কবিরাজ শ্রী কৃষ্ণ কান্ত রায় ৬ নং বাগমারা মেডিকেল গেইট সদর, ময়মনসিংহ	সদস্য (ময়মনসিংহ বিভাগ)
২০.	কবিরাজ মোঃ আবদুল মোতালিব গ্রাম-বালিয়া, পোঃ সাবুপুরা থানা-বাউফল, পটুয়াখালী	সদস্য (বরিশাল বিভাগ)
২১.	কবিরাজ দিলীপ কুমার দাস লামা বাজার, পোঃ সদর জেলা-সিলেট	সদস্য (সিলেট বিভাগ)
	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন	সদস্য-সচিব

২। এ আদেশ ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরিন পারভীন
উপসচিব।